Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১০ নভেম্বর, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৯ নভেম্বর,২০১৫, সোমবার, ২২ কার্ত্তিক,১৪২২

পালিত হল মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সারা দেশের সঙ্গে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নভেম্বর বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা শুনলেন শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তরা প্রাজ্ঞ নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে।

৭ নভেম্বর ইস্পাতনগরীতে উদযাপিত হল নভেম্বর বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী। সকালে আশীষ-জব্বর ভবনে

অনুষ্ঠানের সূচনায় রক্তপতাকা উত্তোলন করেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী)-র দুর্গাপুর ইস্পাত জোনাল কমিটির সম্পাদক সন্তোষ দেবরায়। শহিদবেদীতে মাল্যদান করেন নির্মল ভট্টাচার্য, সুবীর সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র দুর্গাপুর ইস্পাত জোনাল কমিটির ডাকে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ইস্পাতনগরী ও সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে পথসভা হয়। পথসভা হয় এ'জোনের প্রান্তিকা সংলগ্ন লায়েন্স ক্লাবের মোড়, বি'জোনের চন্ডীদাস রৌটারী, সেইল আবাসন অঞ্চলের কবিগুরু (সেকেন্ড স্টপেজ) ও কমলপুর-রঘুনাথপুর-ধোবিঘাটের মধুপল্লীতে।

প্রতিদিন কর্মসূচির মধ্যে সক্রিয় থাকতে হবে—অমল হালদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ নভেম্বর : কৃষি বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও, সব যুবকের কাজ চাই, গণতন্ত্র, শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার সংগ্রামে চাই নৈরাজ্যের অবসান, বিপন্ন রাজ্য ও বর্ধমান শহরকে বাঁচাতে আগামী ১৪-২৯ নভেম্বর, ২০১৫ ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পদযাত্রায় সামিল হওয়ার আহ্বান জানালেন সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটি।

আজ সংস্কৃতি প্রেক্ষাগৃহে উপচে পড়া ভীড়ে সি পি আই(এম) কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রধান বক্তা হিসাবে সারা ভারত কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার বলেন, বুথে বুথে কর্মসূচি আমরা এই প্রথম করছি। রাজ্যে ৭৭ হাজার বুথে আমরা ১৫ দফা দাবি নিয়ে—বেকারদের কাজ, কর্মসংস্থানের সুযোগ, নায্য মজুরি, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, মহিলাদের উপর আক্রমণ, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, ১০০ দিনের কাজ ইত্যাদি ১৫ দফা দাবিগুলির সঙ্গে বর্ধমান জেলার একটি স্বতন্ত্র দাবি যুক্ত করা হয়েছে।

১৬ দফার এই দাবিতে ঝাড়খণ্ডের বলপাহাড়িতে ১৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি খাল কাটা হচ্ছে বরাকর নদীর উপর। দুর্গাপুর, আসানসোল এলাকার ভূগর্ভস্থ জলে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তাই দাবি করা হয়েছে বরাকর নদীর জল আমাদের চাই।

বর্ধমান শহর শুকিয়ে যাচ্ছে, জেলাপরিষদ, পুরসভার বিভিন্ন ভূমিকায় বর্ধমান শহর বিপন্ন হচ্ছে, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বাড়ছে। গণতন্ত্র রক্ষার এই সংগ্রামে প্রতিটি মানুষকে সামিল করতে হবে।

বিজেপির প্রতারণা মানুষের সঙ্গে। রেল, কয়লা, ব্যাঙ্ক, বিমা, তেল, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, বিদ্যুৎ-ইস্পাত সব বেসরকারিকরণ হচ্ছে। স্থায়ী শ্রমিক আর থাকবে না। ঠিকা শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন। দেশে নতুন করে কলকারখানা হচ্ছে না, হবে না, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান তাহলে কীভাবে হবে? ডালের দাম পৌঁছেছে ২০০ টাকায়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে মাথাগুলো চিবিয়ে খাওয়া

ছবি : সবুর মামা

হচ্ছে। কালবুরগির মতো মানুষ খুন হলেন, খুন হলেন দাভলকর। এন.বি.টি সহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে আর.এস.এস-এর চাঁই-দের বসানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে। সাহিত্য এ্যাকাডেমির পুরস্কার ফেরত দিচ্ছেন স্বনামধন্য লেখক-শিল্পীরা। শিল্পপতিরাও সমালোচনা শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রীর।

পশ্চিমবঙ্গেও শিল্প হচ্ছে না। বামফ্রন্টের আমলের শুরু হওয়া শালবনিতে জিন্দাল কারখানা হবে না। সিঙ্গুর যেন লাশকাটা ঘর হয়ে পড়ে আছে। সালানপুরে শিল্প হচ্ছে না। অন্ডালে শিল্প পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হাত জোড় করে বললেও কোনো শিল্পপতি কারখানা করতে চাইছে না। দলে দলে বেকার ছেলেরা চলে যাচ্ছে বাইরে কাজ করতে।

কৃষিতে উৎপাদন খরচ বাড়ছে। মারাত্মক সংকট গ্রাস করছে পশ্চিমবঙ্গকে। আজ সি পি আই(এম) কর্মীরা শুধু আক্রান্ত হচ্ছেন না। আক্রান্ত হচ্ছেন পুলিশ, বিচারক, সাংবাদিকরা সকলেই। তোলাবাজরা এখন শাসকদলের নেতা। প্রতিদিন ভারসাম্য পরিবর্তিত হচ্ছে। শক্তির এই ভারসাম্যকে সংগঠিত করতে হবে। আঞ্চলিক দলগুলি বিগ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, এদের সঙ্গে আঁতাত করে বামপন্থীদের বরাবর ক্ষতি হয়েছে। দক্ষিণপন্থীদের সথে জোট বাঁধলে বামপন্থীদের ভোট বৃদ্ধি হয়না—কথাটা মনে রাখা দরকার।

একটা সরকার সাড়ে চার বছরে এতবেশি নেতিবাচক হয়ে যেতে পারে তার প্রকৃত উদাহরণ এই রাজ্যের তৃণমূল সরকার। উলম্ফন গতিতে আর একটা পরিবর্তন আসছে। সমগ্র দেশে এই পরিবর্তন হচ্ছে।

নীতি এবং আদর্শের সবথেকে স্বচ্ছ অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। মানুষের সাথে সম্পর্ক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। সব জায়গায় ওদের লোক কমে যাচ্ছে, লুম্পেনরা কাপুরুষই হয়। বর্ধমান শহরে বহু কমরেড জেল খেটেছেন—মনের মধ্যে থেকে সন্ত্রাস দূর করতে হবে। আজকে লড়াই সামনা-সামনি করতে হবে, নইলে রাজনৈতিক সন্ন্যাসে যেতে হবে। গ্রামে, গঞ্জে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। বর্ধমান শহরেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই জাঠা পদযাত্রা হবে সেই লড়াইয়ের কর্মশালা। মনে রাখতে হবে সি পি আই(এম) বামফ্রন্ট সরকার তৈরি করেছিল, বামফ্রন্ট সি পি আই(এম) তৈরি করেনি, তাই প্রতিদিন কর্মসূচির মধ্যে সক্রিয় থাকতে হবে।

—এরপর চারের পাতায়

জীবনের অধিকার ফিরে পেতে পদযাত্রা গ্রাম নগর মাঠ পাথারে...

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ নভেম্বর : সাধারণ মানুষের একটা অংশ সত্যিই বিশ্বাস করেছিলেন রাজ্যে পরিবর্তন একটা সুখের জন্ম দেবে। কিন্তু গত সাড়ে ৪ বছরের কাণ্ড-কারখানা দেখে মানুষ হতবাক। চারদিক থেকে মানুষের বুকে নেমে এসেছে আক্রমণ। রেশন ব্যবস্থা অচল, ডাল তেল নুন কেরোসিন সমস্ত কিছুর বাজার দর লাগামছাড়া। প্রাথমিক মাধ্যমিক কোনো স্কুলেই শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। সরকারি দপ্তরগুলিতে কোনো নিয়োগ নেই। কলকারখানা বন্ধ, নতুন কোনো কারখানা করতে দেওয়া হচ্ছে না। স্কুল কলেজে টাকা ছাড়া ছাত্র ভর্তি বন্ধ, কোনো অধ্যক্ষ প্রতিবাদ করলে তার গায়েও হাত তোলা হচ্ছে, মেয়েদের নিরাপত্তা নেই। প্রতিবাদ করলেই মারধর, কোথাও কোথাও প্রাণেও মারা হচ্ছে; মেয়েদের ধর্ষণ করে খুন করে ফেলছে, বাচ্চা ছেলেদের নিরাপত্তা নেই। সমাজের সমস্ত কুশ্রীতাকে লালন করার অশুভ প্রয়াস—তিল তিল করে এ সবই জমা হচ্ছিল মানুষের ক্রোধের বহরে। সীমা ছাড়িয়েছে। প্রয়োজন, প্রতিবাদের বহরটাকে আরো সম্প্রসারিত করে তোলা। সেই তাগিদেই ১১৩টি গণ-সংগঠন একত্র হল গত ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার রানি রাসমণি এভেন্যুতে, গঠিত হল একটি মঞ্চ বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অব মাস অর্গানাইজেসনস (বি.পি.এম.ও)। সারা রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিষয়গুলি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করা এবং সেই লক্ষ্যে ১৫ দফা দাবি সনদ তৈরি করা হল। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর টানা ৯ দিন ধরে চলবে জাঠা। সমস্ত স্তরের মানুষ এই জাঠায় সামিল হবেন। লক্ষ্য হিমালয় থেকে সুন্দরবন প্রতিটি বুথ এলাকার মানুষ সচেতন হবেন অধিকার রক্ষার লড়াইকে আগুয়ান রাখার জন্য, লুণ্ঠিত গণতন্ত্রকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য।

৭ নভেম্বর কালনায় দুটি জাঠা সংগঠিত হয়। ২৫০ জন পদযাত্রী সারা দিনে ৩৭টি কিমি পথ হেঁটে ২৯টি বুথ স্পর্শ করে। এই কর্মসূচি সাধারণ মানুষের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। প্রথম জাঠাটি শুরু হয় কালনা-২নং পঞ্চায়েত সমিতির পিন্ডিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্জুনা গ্রাম থেকে। জাঠার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে কৃষক নেতা মহম্মদ আলি বলেন, এই গ্রামে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। শাসক দল ছাড়া অন্য কোনো দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও এখানকার কিছু গণতন্ত্রপ্রিয় গরিব খেটে খাওয়া মানুষ এই ভীতি আবৃত গ্রাম থেকেই জাঠা শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কারণ তাঁরা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনে নিয়েছেন আপন পরকে। পাশের গ্রাম বহরকুলিতে লাল ঝাণ্ডা শক্তিশালী বলে দাবি ক্ষেতমজুরের মজুরী ১৪০ টাকা ও দু'কেজি চাল। আর অর্জুনাতে মজুরী ১২০ টাকা। ভয়কে জয় করে এগিয়ে আসার জন্য এখানকার মানুষকে অভিনন্দন । এই জাঠায় মহম্মদ আলি ছাড়াও অংশগ্রহণ করেন সন্ধ্যা রায়, মহম্মদ শাহ প্রমুখ। জাঠাটি অর্জুনা থেকে বেড়িয়ে পাথরঘাটা, দক্ষিণ দুর্গাপুর, দাসপাড়া, বহরকুলি, সাধুপল্লী, ইছাপুর, ছোটপাতা, পাঁচ দেউলী, কাশীপুর, বাজার কৃষ্ণপুর প্রভৃতি পরিক্রমার পর বল্লভবাটিতে শেষ।

অন্য জাঠাটি শুরু হয় কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির কাঁকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রানিবন্ধ থেকে। জাঠার নেতৃত্ব দেন সুকুল শিকদার, টিংকুসুরসু, মধু সিংহ রায় প্রমুখ। জাঠাটি ২৫ কিমি পথ অতিক্রম করে ১৭ টি বুথ স্পর্শ করে মেদগাছিতে শেষ হয়।

মেমারির তিনটি লোকাল কমিটির ২৬টি গ্রাম ঘুরলো জাঠা মিছিল। ৭ নভেম্বর মেমারি-১ পশ্চিম লোকাল কমিটির ডাকে তৃতীয় দিনের আরও দুটি লোকাল কমিটির পদযাত্রার কর্মসূচি এদিন নেওয়া হয়। মোট তিনটি লোকাল কমিটির উদ্যোগে মেমারি

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৯ নভেম্বর, ২০১৫

নভেম্বর বিপ্লব

আজ থেকে ৯৮ বছর আগে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর মহান ভি আই লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষ গঠন করলেন বিশ্বে সর্বহারা মানুষের প্রথম রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। অরোরা জাহাজের ডেক থেকে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করা হয়েছিল শোষণের দিন শেষ অত্যাচার অবিচারের পালা শেষ। এবার থেকে শুরু মানুষের মনুষ্যত্বের জয়গান, সর্বহারা অবহেলিত অপামর জনতাকে স্বাধিকার প্রমত্ত এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্নের জগতের স্বপ্ন পাইয়ে দেয়। তার আগে মে দিবসের অমিত-আত্মত্যাগের শপথে শ্রমিকের রক্তরঞ্জিত লাল ঝাণ্ডার প্রত্যয়ী ঘোষণা ছিল আট ঘন্টার লড়াই। শ্রমিক শ্রেণি প্রয়াসী হয়েছিল প্যারিতে স্বাধীন এক কম্যুন গড়ে তুলতে। বেশ কিছুদিন জারি ছিল সে কম্যুন কিন্তু পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে না ভাঙার জন্য টিকে থাকতে পারেনি এ প্রয়াস।

এবার মহান লেনিন এবং রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে শুরু হল বিশ্বের প্রথম সর্বহারা শ্রেণির রাজ। সোভিয়েত ব্যবস্থাপনা চালু হল। আশেপাশের রাষ্ট্রগুলিও সামিল হল এই প্রক্রিয়ায়। তৈরি হল ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশালিস্ট রিপাবলিক ইউ.এস.এস.আর। শিক্ষাদীক্ষা, কৃষ্টি শিল্প জ্ঞান বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি অঙ্গণেই জয়ধ্বজা উড্ডীন হল। মানবতার এমন বিকাশ অতীতে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি এ বিশ্ব।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের প্রতিনিয়ত চক্রান্ত রুখে টিকে থাকতে পারেনি মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর কালজয়ী দর্শন-মার্কসবাদ-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাশিয়া। সাময়িক পশ্চাৎ অপসারণ। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ আবারো জাগছে আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায়, এশিয়ায় রাষ্ট্রগুলিতে এখনো সংকটে মুখ থুবড়ে পড়া বুর্জোয়া অর্থনীতি মুক্তির উপায় খুঁজছে মার্কসবাদে। আবারো মানুষ সংগঠিত হবে মার্কস নির্দেশিত অর্থনীতির মধ্য দিয়ে মুক্তির রসদ জোগাড় করে নিতে। মার্কসবাদ সমাজ বিজ্ঞান আবারো ভাস্বর হয়ে উঠবে নব নব রূপে।

নভেম্বরের কবিতা

মলয় রায়

ওই দেখ ওই
ডগা মেলেছে মা
লতানো পুঁই।

ধুলো মাখা শব
শব্দ তুলেছে
একলব্যের শর।

ওই দেখ মা
দুধ ভাতে তোর
ওৎলায় গাং
মাঠ কুঁড়েঘর।

হালকা আগুনে
হাত সেঁকে নে
এসেছে নভেম্বর।

ওই দেখ ওই
গাঁ মেয়ে তুই,
দুরন্ত শ্বাস
কোলে নিয়ে বাস
খুলেছে জানালা
খুলছে দোর।

নভেম্বর মানে
মিছিল মানুষ
ভাঙে অন্ধকার।

পরিবর্তনের
আওয়াজে মানুষ
সাঁটে,
কাস্তে হাতুড়ি তারা

এক ডজন প্রশ্ন

১. ডমিনিকা দ্বীপ কে কবে আবিষ্কার করেন? কোন মহাদেশে অবস্থিত এই দেশ? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
২. জঙ্গি হানায় ধ্বংস হওয়া 'ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার' নতুন করে কবে খুলে দেওয়া হয়?
৩. ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট রিঞ্জানি আগ্নেয়গিরি কবে আবার জেগে ওঠে?
৪. দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে 'হিমু' কবে পরাজিত হন? হিমুর আসল নাম কী ছিল? হিমুর কী হয়েছিল?
৫. হন্ডুরাস দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীনতা দিবস? রাজধানী কোথায়? জাতীয় ফুল কী?
৬. ভারতীয় রেডক্রশ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৭. হাওড়ায় বোটানিক্যাল গার্ডেন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কে জায়গা দান করেন?
৮. কে কবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে আন্দামান ও নিকবর নামক দুটি দ্বীপ তুলে দেন? তিনি কী কী নাম দেন?
৯. কোন উপন্যাসিকে ছদ্মনাম সুনন্দ? তাঁর আসল নাম কী?
১০. কার নেতৃত্বে কবে কোন দল রাশিয়া দখল পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করে?
১১. 'এক্স-রে' মেশিন কে কবে আবিষ্কার করেন?
১২. বিজ্ঞানী উইন জেম কনরাড রল্টজেন কোন সালে কী বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পান?

(উত্তর শেষের পাতায়)

আমি কী খাব? কে ঠিক করে দেবে?

মুঝে উল্লু বানা বং

কার্ল হার্মাদ

বেচারা আখলাখ। উত্তর প্রদেশের দাদরি পরগণার বিসারা গ্রামের ৭০ বছরের ধর্মভীরু মহম্মদ আখলাখ। ছোট বেলা থেকে নিসংকোচে দ্বিধাহীনভাবে ঈদ-কোরবানি-রোজা, নামাজ পালন করেই বড় হয়েছেন। এই নিদারুণ দিন তার জন্য অপেক্ষা করছে সে কোনো দিন ভাবেনি। সেদিন রাতের খাবার খেয়ে নিদ্রা যাবার তোড়জোড় করছিলেন কিন্তু পাথর লাঠি দিয়ে থেতলে থেতলে চিরনিদ্রায় পাঠিয়ে দিল অসহিষ্ণু হিন্দুত্বের হুলিগানরা। যারা মারছিল তারা জানে না আখলাখ সেই রাত্রে গো-মাংস দিয়ে রুটি খেয়েছিল কিনা? তার ফ্রিজে কোনো মাংসের সন্ধান পাওয়া যায়নি। আখলাখ গো-মাংস এনে ভক্ষণ করেছে এই গুজবেই ... সব শেষ। ঐ রাজ্যে গো হত্যা নিষিদ্ধ। আখলাখ যদি গো-মাংস খেয়েই থাকে তার জন্য তো পুলিশ ছিল, আইন ছিল, বিচার ব্যবস্থা ছিল। না কোনো কিছু তোয়াক্কা করেনি হিন্দু ধ্বজ্জাধারী সশস্ত্র হুলিগানরা। আখলাখের হত্যাকারীরা কারা সবই স্থানীয় পুলিশ জানে কিন্তু কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। একটা ভুল ধারণা আছে, নামে মুসলিম মানেই গো-মাংস ভক্ষক। অনেক মুসলিম আছেন যারা পাতে নেন না। অপরদিকে অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানকেও দেখা গেছে পরম তৃপ্তিতে তা ভক্ষণ করে চলেছেন। আসলে 'আপরুচি খানা'। মানুষ খাবার খায় তার রুচি অনুযায়ী ও প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সহজলভ্য হলে। আর হিন্দুদের গো-মাংস ভক্ষণের রীতি ছিল প্রাচীন কালে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে (চরক সংহিতা) গো-মাংসের উপকারিতার ব্যাখ্যা আছে। প্রাচীন ভারতে কোনো বড় অনুষ্ঠান হলে গো-হত্যা করে তার মাংস খাওয়ার রেওয়াজ ছিল এবং তার উদ্যোগ আয়োজনে যুক্ত থাকতো ব্রাহ্মণরা।

কোটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে বাছুর ষাঁড় বা দুগ্ধবতী গাভী হত্যা করলে জরিমানা চালু করেছিলেন বটে কিন্তু গো-মাংস খাওয়া যাবে না একথা বলা হয়নি। তাছাড়া আমি গরু খাব না ইঁদুর খাব না সাপ, ব্যাঙ, পোকা খাব তা আমার অভিরুচি ও বক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার। কোনো দল বা রাষ্ট্র হুমকি দিয়ে এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে তা হবে মানবতা বিরোধী, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী। সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে মোদীর মন্ত্রী সাঙ্গপাঙ্গরা সেই কাজটাই করে চলেছেন।

মৌনী বাবা

প্রতিদিন মানবিকতার উপর আক্রমণ হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে কোনো আওয়াজ নেই। আচ্ছে দিন আনে বালা—শ্লোগান এর ফানুস ফুটো হয়ে গেছে। দেশের ধনপতিদের বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধার হয়নি। চাল, ডাল, ভোজ্যতৈল সবেরই দামই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। গরিব মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। বেকারী বাড়ছে। মোহভঙ্গ হচ্ছে আমজনতার। তাই বিজেপি আর এস এস, হিন্দুমহাসভা অর্থাৎ সঙ্ঘ পরিবার গোহত্যা নিষিদ্ধ করতে প্রশাসনের সঙ্গে হুলিগানদের রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে। গোটা দেশকে অস্থির করে ঘোলা জলে ফয়দা তোলাই তাদের লক্ষ্য।

সহিষ্ণু-অসহিষ্ণু নিয়ে দেশ তোলপাড় হচ্ছে। বরেণ্য সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানী, অভিনেতারা ভারতীয় বিভিন্ন পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়ে সঙ্ঘপরিবারের অনৈতিক হিংস্র বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনো কথা বলছেন না। তিনি বর্তমানে যেন মৌনী বাবা।

পথ দেখাচ্ছে বিহার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি প্রধান অমিত শাহের গালে বিরাশি সিক্কার থাপ্পর বসিয়েছে বিহারের মানুষ। একজন প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে ঘুরে ঘুরে মোট ৩০টি জনসভা করেছেন। এর আগে একটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কোনো প্রধানমন্ত্রীকে এত দৌড়ঝাপ করতে দেখা যায়নি। দাম্ভিক প্রধানমন্ত্রী মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। জাতপাত সাম্প্রদায়িকতার তাসও খেলা হয়েছে। বড় বড় হোর্ডিং ফ্লেক্স নগর থেকে গ্রামের আলিগলি ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। নীতিশ-লালুর মহাজোট পেয়েছে ১৭৮টি আসন। বিজেপি পাশোয়ান ও জীতেন মাঝির জোট পেয়েছে মাত্র ৫৮টি আসন। কথায় কথায় দাঙ্গাফ্যাসাদ বিহারের কালচারে আর নেই। মাসাধিককাল ধরে চলা নির্বাচনকালে বা প্রাক নির্বাচনকালে একটি লাশও পড়েনি। বুথ দখল, রিগিং ছাপ্পা ভোট-এর কোনো অভিযোগ নেই। জাতপাত এবং প্রবল সাম্প্রদায়িক উস্কানি সত্ত্বেও গরিব বঞ্চিত মানুষরা ইতিহাসের দিক নির্দেশ করে দিল। এককথায় বলা চলে পথ দেখাচ্ছে বিহার। কিন্তু বামপন্থীদের অবস্থা এত করুণ কেন?

আয়না'র অনুষ্ঠান 'আলোয় আলোকময় করে'

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ৪-৬ এবং ৮-৯ নভেম্বর এই পাঁচদিন ধরে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল আয়নার (অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল এপ্লাইড আর্ট) অনুষ্ঠান 'আলোয় আলোকময় করে'। দেবেশ ঠাকুর এবং মণিকা ঠাকুরের পরিচালনায় এবং গ্রন্থনায় বেশিরভাগ নিবেদনই হল ভর্তি শ্রোতাদের মুগ্ধতার পাশে আবিষ্ট করে রেখেছে।

প্রথমদিকের প্রাপ্তি শ্রীজাত, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, অংশুমান কর এবং মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতা পাঠ। উপস্থাপনা এবং কবিতা দুয়ের প্রসাদ গুণে শ্রোতাদের পরম প্রাপ্তি। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ভর্তির মোহের হাতছানি দেবেশ ঠাকুরের 'Ad মিশন টেস্ট' উপস্থাপনায় এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। ছন্দা রায় এবং জয়িতা ভট্টাচার্যের আবৃত্তি চমৎকার। সুমন ভট্টাচার্যের কীর্তন একটি অসাধারণ সংযোজন।

সবচেয়ে ভাল লেগেছে ছোট বড় কচিকাচা শিল্পীদের কি সুনিপুণ দক্ষতায় নির্ভুল ছকে অভিনয় করা—বর্ধমানে কেন, যে কোনো মহানগরীতেই এটা দুর্লভ।

ইউথ হোস্টেলের বিজয়া সম্মেলনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রতি বছরের মতো এবারও বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করেছিল ইউথ হোস্টেল এ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া, বর্ধমান জেলা ইউনিট। কল্পতরু মাঠে। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সভাপতি গীষ্পতি চক্রবর্তী, সংস্থার চেয়ারম্যান অনিতা রায় চৌধুরী প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহ-সভাপতি ডা. গৌতম চ্যাটার্জী, সুকৃতি ঘোষাল, কেষ্ট ঘোষ প্রমুখ। ডা. গৌতম চ্যাটার্জীর গানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। গান করেন স্বাতী তেওয়ারি, আবৃত্তি, ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের নৃত্য ও গীতিনাট্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পাঠকের কলম ——— মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

প্রধান শিক্ষকের অমানবিকতা

অরবিন্দ প্রকাশ বিদ্যায়তন, মেমারির কলানবগ্রামের স্কুল, অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত স্কুল। ছেলেমেয়ে এক সঙ্গেই পড়াশুনা করে। প্রধান শিক্ষক শ্রীকান্ত গড়াই। শিক্ষক অশিক্ষক মিলিয়ে মোট ৭ জন মিলে স্কুলের বহমানতা বজায় রাখেন।

গত মাস কয় আগে হঠাৎই গ্রুপ ডি কর্মী বামাপদ ক্ষেত্রপাল মূত্রাশয় জনিত পীড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখানে চিকিৎসা করে কোনো সুরাহা না হওয়ায় যেতে হল ব্যাঙ্গালোর বৈদেহী চিকিৎসালয়ে। কয়েকদিনের চিকিৎসায় শ্রী ক্ষেত্রপাল সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। স্কুলে এসেই অবাক হতে হয়। তাঁর মাইনে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রধান শিক্ষক নানা কথা বলছেন—আমাকে জানানো হয়নি আমি জানিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ স্কুলের সবাই জানেন ঘটনাটা। প্রধান শিক্ষককেও ফোনে জানিয়েছেন বামাপদ ক্ষেত্রপাল জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে একজন প্রধান শিক্ষক তাঁর কর্মীর মাইনে বন্ধ করে দেন এমন আমানবিক আচরণ বিস্মিত করেছে সবাইকে। এই সময়ে কমিটির আচরণও বিস্মিত করেছে সবাইকে। যে সময়ে কমিটিকে আরো বেশি করে সাহায্য করা প্রয়োজন তখন প্রধান শিক্ষক মহাশয়-এর কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কমিটি ডি আই মহোদয়ের কাছে তার বক্তব্য পেশ করেছেন এবং আশা করছেন ডি আই খাগেন দাস মহাশয় তার স্বভাবসিদ্ধ তৎপরতায় কমিটির মাইনে না পাওয়ার জট কাটাতে উদ্যোগী হবেন।

—ইতি
রবি রায়

শিক্ষা ও পরীক্ষা

পাশ-ফেল বিতর্ক প্রেক্ষিত ও রাজনীতি

সুকৃতি ঘোষাল

গত আগস্ট মাসে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষামন্ত্রী বা ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে স্পষ্ট মতামত দিতে অনুরোধ করা হয়। পুজোর কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার পক্ষে মত দেয়। এই সিদ্ধান্ত যৌক্তিক না অযৌক্তিক, পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনলে বুনিয়াদি শিক্ষার উন্নতি হবে কি-না—এসব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, চলছে বিতর্ক। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুকান্ত চৌধুরী পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার পক্ষে মত দিয়ে বলেছেন যে, মূল্যায়ন ছাড়া উৎকর্ষসাধন সম্ভব নয়। এ যুক্তি অকাট্য, কিন্তু এখানে একটা গলদ থেকে যাচ্ছে। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে পাশ-ফেল যখন নেই তখন শিক্ষার্থীর যোগ্যতামানের যথাযথভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে গোটা বিষয়টা উপযুক্ত প্রেক্ষিতে রেখে পর্যালোচনা আবশ্যক।

২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক বুনিয়াদি শিক্ষা বিষয়ে আইন তৈরি করে যা শিক্ষার অধিকার আইন হিসেবে পরিচিত। এই আইনের ১৬নং ধারায় লেখা হয়েছে ''No Child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education''। এটিই তথাকথিত No Detention 'না-আটকানো' নীতি। মুশকিল হল আইনের একটি ধারা, তার যৌক্তিকতা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, কিন্তু পুরো আইনটা বিচার করছি না। এই আইনের ২৯নং ধারায় শিক্ষার্থীর গ্রহণমানের নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের (Continuous & Comprehensive Evaluation) কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আইন নির্মাতারা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে যা মাপা হয় না তার উন্নতি সাধন অসম্ভব (You cannot improve what you cannot measure)। শুধু বছরের শেষে একটা চূড়ান্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে কাউকে পরবর্তী ক্লাসে পাঠানো, কাউকে আটকে দেওয়া এই সনাতন প্রথার অবলুপ্তি চাওয়া হয়েছিল আইনে। এমন নয় যে ২০০৯ সালেই এটা প্রথম ভাবা হয়েছে। পরাধীন ভারতে Hartogg committee(1929), স্বাধীন ভারতে কোঠারি কমিশন, ফেল করেছে বলে কাউকে কোনো শ্রেণিতে আটকে রাখা যে সঠিক নয় সে বিষয়ে মত প্রকাশ করে। তখন অবশ্য শব্দটা detention ছিল না, ছিল stagnation। যোগ্যতামান কম বলে শিক্ষার্থীকে আটকালে তার মনে চাপ পড়ে, সে উৎসাহ হারায়, স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ে, নতুন ও পুরোনো ছাত্রের সহাবস্থানের ফলে একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য হয়, ফেল করে স্কুল যাওয়া বন্ধ করার চেয়ে কম যোগ্যতা নিয়ে উঁচু ক্লাসে বসা ভাল—এই সমস্ত নানা বিষয়ে নানা মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু যথাযথ মূল্যায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। আইনেও সেটি বলা হয়েছে। No Detention and Continuous and Comprehensive Evaluation ধারা দুটি তাই পরিপূরক ধারা, প্রথমটিকে দ্বিতীয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ভুল হবে। শুধু তাই নয়, No Detention নীতির মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষা যাতে সকলে লাভ করতে পারে সেই লক্ষ্যসাধনের জন্য আইনে অন্য কয়েকটি রক্ষাকবচ রাখা হয়েছে। ৮ এবং ৯ নং ধারায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও এ্যাকাডেমিক ক্যালেণ্ডার তৈরির কথা বলা হয়েছে, ২৪ নং ধারায় শিক্ষকের নিয়ম ও সময়ানুবর্তিতার কথা বলা হয়েছে, ২৫ নং ধারায় শিক্ষার্থী-শিক্ষকের আদর্শ অনুপাতের কথা, ২৭ নং ধারায় শিক্ষককে অন্য কাজে না-পাঠানোর কথা, ২৮ নং ধারায় শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতার কাজ না করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই সবগুলি শর্ত পালন করে একটা আদর্শ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যাতে কম মেধাবী ছাত্রদের উচ্চতর ক্লাসে উত্তীর্ণ করলেও সমস্যা না হয়। দুঃখের বিষয়, কোনো শর্ত পালন না করেই, ধারাবাহিক ও সার্বিক মূল্যায়ন নীতিটি সঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা যাচাই না করেই, না-আটকানোর নীতি নিয়ে শোরগোল তোলা শুরু হল। এবং যুক্তি হিসেবে নিয়ে আসা হল গুণমানের (Quality) স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তৃতীয় শ্রেণির অঙ্ক পারছে না, নবম শ্রেণির ছাত্রী শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারছে না—এইসব যুক্তি।

শিক্ষার গুণমান নিয়ে এই উদ্বেগ অসঙ্গত নয়। বসতে পেলে মানুষ শুতে চাইবেই। শিক্ষা-বঞ্চিত মানুষ শিক্ষাকেই পরম প্রাপ্তি গণ্য করে, তার গুণমান নিয়ে প্রশ্ন করে না। কিন্তু একবার শিক্ষার সুযোগ পেলেই আরো-ভাল শিক্ষার চাহিদা মানুষের মনে সৃষ্টি হবেই। আর এই গুণগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যেই পাশ-ফেল ব্যবস্থা আবার ফিরিয়ে আনার কথা বলা হচ্ছে। এমন কি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরাও আবেগতাড়িত হয়ে পাশ-ফেল প্রথার প্রত্যাবর্তনকে সমর্থন করতে গিয়ে এটা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন যে 'ফেলের ভয় থাকবে বলে শিক্ষার্থী পড়বে' বলা শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত নয়। এ কথা সত্যি শাস্তির ভয় আছে, আইন-থানা-পুলিশ-আদালত আছে বলেই আমরা অনেকে আইন মানি। এসব না থাকলে মানতাম না। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে এর পার্থক্য হল, আইন সমষ্টিকল্যাণে রচিত হয়; কিন্তু আমি পড়লে আমারই উপকার, এটুকু উপলব্ধিতে আনাতে পারলেই ফেলের জুজু দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠমনস্ক করার কথা তুলতে হয় না।

তাহলে আজকে হঠাৎ পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার কথা উঠল কেন? এর পিছনে রয়েছে শিক্ষার অধিকার আইনের প্রয়োগ-যাথার্থ্য যাচাই করার জন্য গঠিত CABE (Central Advisory Board of Education) সাব-কমিটির রিপোর্ট। হরিয়ানার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী গীতা ভুক্কলকে chairperson রেখে গঠিত এই কমিটি বিগত তিন বছরে No Detention Policy (NDP) এবং Continuous and Comprehensive Education (CCE) প্রয়োগ ও ফলাফল নিয়ে দেশব্যাপী সমীক্ষা করে একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। তাতে লেখা হয়েছে 'We need to stop, re-assess and then move forward. At this stage, it would be prudent to reiterate the need for assessment of the learning outcomes and make it consequential by linking it to promotion or otherwise to the next class beyond grade V'। সমস্যা হল, সমগ্র রিপোর্টটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না—সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তার একটা দুটো অংশ খাবলে চায়ের কাপে তুফান তুলছে। রিপোর্টটিতে কমিটি গুরুত্ব দিয়ে লিখেছে যে শিক্ষার অধিকার আইনের NDP (না-আটকানো) ও CCE (ধারাবাহিক ও সার্বিক মূল্যায়ন) সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে শিক্ষার্থীরা সরকারি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছে ('migration away from government schools due to wrong perception of RTE provisions')। এই প্রবণতা আটকানো দরকার। ভুল ধারণার উৎস খুঁজতে গিয়ে রিপোর্টে লেখা হয়েছে যে সাধারণ মানুষ 'না-আটকানো' (No Detention) মানে ধরে নিচ্ছে মূল্যায়নবিহীনতা (No Assessment)। এ দুটি যে আলাদা তা খেয়াল রাখছি না আমরা। 'Root Cause' হিসেবে আর যা যা উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার অভাব, প্রদ্যোতনার অভাব, শিক্ষা প্রদান কাজে প্রকৌশলের অপ্রয়োগ ইত্যাদি। কারণ যাই হোক, কমিটি দেখেছে না-আটকানোর পক্ষে যুক্তি যাই থাকুক, ধারাবাহিক সার্বিক মূল্যায়ন নীতিটির সঠিক প্রয়োগ হয়নি। আর পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনলেই যে বুনিয়াদি শিক্ষার মান খুব বেড়ে যাবে, কমিটি তা মনে করে না। তাই এর পাশাপাশি যে সমস্ত নিদান দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) ৮০-৮৫ শতাংশ ক্লাসে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে হবে। (২) Teaching -কে Learning-এ পরিণত করতে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে পাল্টাতে হবে। (৩) শিক্ষকের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষক-ছাত্রের সঠিক অনুপাত রক্ষা, এ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ। ধারাবাহিক মূল্যায়নের শর্ত না-মানার জন্য যেমন 'না-আটকানো' নীতিটির সুফল পাওয়া যায় নি, একইভাবে উল্লিখিত নিদানগুলো না মেনে নিছক পাশ-ফেল ফিরিয়ে এনে বুনিয়াদি শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের স্বপ্নটি তেমনই শিকড় কেটে জল সেচের মতো পণ্ডশ্রম হবে মনে হয়। অবশ্য পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনলে শিক্ষার গুণমান যদি বাড়ানো যায়, সুস্থ বুদ্ধির কোনো মানুষই সম্ভবত এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

দুঃখের বিষয়, সমগ্র প্রেক্ষিতটা না বুঝে, কচি-কাঁচাদের সুশিক্ষিত করার সামাজিক কর্তব্য নিয়ে অনর্থক রাজনীতি শুরু হয়েছে। মানুষকে এমনটা বোঝানো হচ্ছে যেন পাশ-ফেল তুলে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার গুরুতর ভুল করেছিল, আজ সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার মহালগ্ন এসেছে। একথা ঠিকই শিক্ষাবিদদের পরামর্শ মেনে স্কুলছুট কমিয়ে শিক্ষার সার্বিক বিস্তারের লক্ষ্যে বামফ্রন্ট প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু গীতা ভুক্কলের রিপোর্টেই পাওয়া যাচ্ছে যে ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন হবার আগেই শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের ২৮টি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছিল। সবগুলি ক্ষেত্রে সাল উল্লেখ হয়নি। কিন্তু যেগুলিতে উল্লেখ হয়েছে তা থেকে জানা যায় অন্ধ্রপ্রদেশে পাশ-ফেল উঠে যায় ১৯৭৫ সালে (I-VI), হরিয়ানায় ১৯৭৯ সালে (I-III), তামিলনাড়ু ১৯৯৮ সালে (I-IV), কর্ণাটকে ২০০১ সালে (I-VIII), মহারাষ্ট্রে ২০০১ সালে (I-II), দিল্লিতে ২০০৯ সালে(I-VII)। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার পাশ-ফেল তুলে দিয়ে বুনিয়াদি শিক্ষার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে—এই যুক্তি ধোপে টেকে না। তাছাড়া, ভুক্কল সাবকমিটি তার রিপোর্ট পেশের আগে রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসে। কলকাতায় মিটিং হয় ২৮ অক্টোবর, ২০১৩ সালে, পার্ক হোটেলে। সেই সভায় বর্তমান সরকারের শিক্ষা দপ্তরের তৎকালীন Principal Secretary অর্ণব রায় স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে সরকার (অর্থাৎ তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার) না-আটকানো নীতি ও ধারাবাহিক ও সার্বিক মূল্যায়নের পক্ষে থাকতে চায়। অর্থাৎ শিক্ষার অধিকার আইনের ২৫ বছর আগে গ্রহণ করা বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি নির্ভুল ছিল। এমন কী শিক্ষাবিদ অভীক মজুমদার, যিনি বর্তমান সরকারের পাঠ্যসূচি ও সিলেবাস সংক্রান্ত Expert কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনিও শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির ভার শিক্ষার্থীদের বইতে বলা অনুচিত বলে মন্তব্য করেন। এসব ভুলে গিয়ে, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী আজ যেই পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার পক্ষে মত দিয়েছেন, অমনি পূর্বতন সরকারের শিক্ষানীতিকে, বলা ভাল সরকারকে, কাঠগোড়ায় তুলে আসামী সাজানো শুরু হয়ে গেছে। এটা গর্হিত। শিক্ষানীতিতে শেষ কথা কিছু হয় না। বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি এমনকী ব্রাত্য বসুর শিক্ষানীতি, পার্থবাবু পাল্টাতেই পারেন। সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোনো ধরনের পরিবর্তনই স্বাগত। বামফ্রন্টের শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার বিস্তার হয়েছে, স্কুলছুট লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে আজ যদি সরকার পাশ ফেল ফিরিয়ে আনতে চায়, কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই বোধ হয় তার বিরোধিতা করবে না। কিন্তু লক্ষ্য যেন হয় ছাত্রকল্যাণ, অন্ধ বাম-বিরোধিতা নয়। এবং লক্ষ্যপূরণের জন্য পাশ-ফেল ফেরানোর পাশাপাশি অন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলোও যেন মানা হয়।

পুনশ্চ : পার্থবাবু কোন ক্লাস থেকে পাশ ফেল ফেরানো হবে খোলসা করেন নি। গীতা ভুক্কলের সাব-কমিটি কিন্তু পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শুধু মূল্যায়ন, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে উত্তীর্ণ করা এবং অষ্টমোর্ধ শ্রেণিতে অকৃতকার্যদের আটকানোর কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কী করে, রাজ্য সরকার কী করে জানতে আমাদের এখানো অপেক্ষা করতে হবে।

পেঁয়াজ চাষের কথা মাথায় রেখে

অপক্ক ধানই কেটে জমি ফাঁকা করছেন কৃষকরা

আলেক শেখ, কালনা, ৪ নভেম্বর : পেঁয়াজ চাষকে সামনে রেখে পরিমিত না পাকা অবস্থাতেই আমন ধান কেটে ফেলেছেন কৃষকরা। শুধু কেটে ফেলাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আঁটি বেঁধে জমিতেই ত্রিপল বিছিয়ে ধান ঝেড়েও ফেলা হচ্ছে। উদ্দেশ্য যথা শীঘ্র জমি ফাঁকা করা। এছবি এখন কালনার বিভিন্ন গ্রামে।

ধান, পাট, আলু এখন কৃষকদের কাছে আর অর্থকরী ফসল নয়। বরং কৃষকদের ডোবানোর ফসল হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে বিগত কয়েক বছর যাবৎ। পরিবর্তনের সরকারের সাড়ে চার বছরের জমানায় শুধু বর্ধমান জেলাতেই ১১২ জন কৃষক আত্মহত্যা করছেন আলু ও ধান চাষ করে।

তা সত্ত্বেও আমন মরশুমে বিকল্প কোনো চাষের সন্ধান না পাওয়ায় ধান চাষ করতে বাধ্য হতে হয় কৃষকদের। এবছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কালনার সর্বমঙ্গলা, কেলেনই, মালিকেলেনই, একটাকা প্রভৃতি গ্রামে আমন মরশুমে চাষ হয়েছে স্বল্পমেয়াদী ধানের। এই স্বল্প প্রজাতির ধানেরও পক্ক হয়ে উঠতে আরও বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। কিন্তু এলাকার কৃষকরা সে সময় দিতে আর রাজি নয়। কারণ পেঁয়াজ চাষে ব্যাঘাত ঘটবে।

এখন পেঁয়াজ কৃষকরা বাঁচার রসদ পেয়েছে। গত মরশুমে পেঁয়াজ চাষে বিঘা প্রতি লাভ হয়েছে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত। তাই কৃষকরা অন্যান্য ফসলের থেকে পেঁয়াজ চাষকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সঠিকভাবে পরিচর্যাও লাল-পালনে উদ্যোগী হয়েছেন।

ইতিমধ্যেই পেঁয়াজের বীজতলায় চারা বড় হচ্ছে আপন খেয়ালে। বীজতলা থেকে চারা তুলে মূল জমিতে রোপণের সময় এখনও হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পেঁয়াজের জমি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। যথাশীঘ্র আমন ধানের জমি ফাঁকা করে রস থাকতে থাকতেই চাষ দেওয়ার কাজ চলছে। এই কর্ষিত মাটি বেশ কয়েকদিন রৌদ্রে শুকাতে পারলে পরে এই মাটিই সারের কাজ করবে। এটা কৃষকরা তাঁদের অভিজ্ঞতায় মিলিয়ে দেখেছেন। তাই ধান কেটে সঙ্গে সঙ্গেই জমিতে ঝাড়াই মাড়াই করে জমি ফাঁকা করছেন কৃষকরা। জমি চাষে ফেলে রেখে মাটি শুকানোর পর কাদা করে পেঁয়াজ রোপণ করা হবে। সব দিক মাথায় রেখেই কালনার কৃষকদের এখন মাঠে মাঠে চরম ব্যস্ততা।

তৃণমূলের অবৈধ কাজে পাশে দাঁড়িয়ে

পুলিশ লাঠিচার্জ করে ২০ জন সমবায় সদস্যকে আহত করলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ নভেম্বর : তৃণমূলের অবৈধ নিয়োগ প্রয়াসে পাশে দাঁড়িয়ে সমবায়ের সদস্যদের উপর লাঠিচার্জ করলো পুলিশ। ২০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মেমারির শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে। পরে এলাকার তৃণমূলিরা ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে পালিয়ে গিয়ে দলীয় অফিসে আশ্রয় নেয়। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ঘেড়াও থাকার পর আজ ভোরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে।

আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভের সদস্যসংখ্যা দেড় শতাধিক। রাজ্যে পটপরিবর্তনের পর ২০১২ সালে সাধারণ সভা ছাড়াই সমবায়টির বোর্ড দখল করে তৃণমূলিরা। সমবায়ের এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার বর্ধমান-১ এই বোর্ডকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং নির্দেশ দেন সাধারণ সভার মধ্য দিয়েই নতুন পরিচালন বোর্ড গঠন করতে হবে। কিন্তু এই সমবায়ের অবৈধ বোর্ড সেই নির্দেশ না মেনে ২৬ জন কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সমবায়ের সদস্যরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের নিকট লিখিত অভিযোগ জানিয়ে দাবি করেন সমবায়ে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসাতে হবে। কিন্তু এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার নিজে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে রাজ্যস্তরে রেফার করেন বিষয়টি বিবেচনার জন্য। অন্যদিকে সদস্যরা অবৈধ নিয়োগ বন্ধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন।

সমবায় দপ্তর বা উচ্চ আদালতের কোনো নির্দেশ না আসা সত্ত্বেও সমবায়ের কর্মকর্তারা কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়। ইত্যবসরে গত শনিবার সমবায়ের সি আই শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে একটি মেল পাঠান। সেই মেলে নির্দেশ দেওয়া হয় বিচারাধীন বিষয়টির ফয়লা না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু এই নির্দেশকে আগ্রাহ্য করেই সমবায়ের দপ্তরে রবিবার নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতে সমবায়ের সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে সমবায় দপ্তর ঘেড়াও করে বিক্ষোভ শুরু করে। তৃণমূলিরা শত চেষ্টা করেও দপ্তরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। শেষে ডাক পড়ে মেমারি থানার পুলিশের। অভিযোগ এদিন মেমারি থানার পুলিশের সাথে সিভিক পুলিশ সেজে তৃণমূলিরাও লাঠি হাতে ছিলো। পুলিশ ও তৃণমূলের যৌথ বাহিনী বেধরক লাঠিপেটা করে অবরোধ ভেঙে দেয়। এ বিষয়ে সি পি আই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের মাথা ফেটে যায়।

গ্রাম থেকে পুলিশ চলে যাওয়ার পর ক্ষুব্ধ মানুষরা তৃণমূলিদের তাড়া করে। বেগতিক দেখে তৃণমূলের নিজেদের দলীয় অফিসে আশ্রয় নেয়। সোমবার ভোরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে।

জীবনের অধিকার ফিরে পেতে ...

—প্রথম পাতার পর

অঞ্চলের ৩৬টি গ্রাম ঘুরলো পদযাত্রা। শ্রমজীবী মানুষেরা লাল ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে এই পদযাত্রায় অংশ নেন। মেমারি পশ্চিম লোকাল কমিটির জাঠার নামকরণ করা হয় বিনয় কোঙার ও হরেকৃষ্ণ কোঙার স্মরণে। মিছিল সকাল ৯টা কুড়োরপাড়া থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম মেমারি, দাদপুর, কলানবগ্রাম, পাল্লারোড, ডিভিসি পাড়া, পাল্লাগ্রাম পাল্লা-১ ও ২নং ক্যাম্প হয়ে ১ নং পাল্লা ৩নং ও ৪নং ক্যাম্প, মহেশপুর, চাঁচাই, নীলকুঠি, তারাবাগান, কিংকরপুর হয়ে চাঁচাই স্টেশনে পদযাত্রা শেষ হয়। মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন প্রবীণ কৃষক নেতা জয়দেব মুখার্জী, সুব্রত চ্যাটার্জী, শ্যামল বিশ্বাস, মৃত্যুঞ্জয় রায়, সুব্রত পাল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মেমারির রসুলপুরের ৫ নভেম্বর প্রথম জাঠা মিছিল শুরু হল ৬টা গ্রাম ঘুরলো। মেমারি-১ পশ্চিম লোকাল কমিটির উদ্যোগে উলাড়া থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। শ্লোগান ছিল কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি তুলে দেওয়া চলবে না কৃষি পণ্যে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা তুলে দেওয়া চলবে না। শস্য বিমা চালু কর, কম সুদে ঋণ চায়। বিদ্যুতের বর্ধিত মাসুল প্রত্যাহার কর, বিদ্যুতের দাম বাড়ানো চলবে না, খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চত করতে হবে। সাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা চলবে না ইত্যাদি। পদ যাত্রায় শ্রমজীবী মানুষ, ক্ষেতমজুর, মহিলা, আদিবাসী পুরুষদের ধামসা মাদল নিয়ে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। উলাড়া থেকে পদযাত্রাটি বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে প্রায় ৯ কিলোমিটার পরিক্রমা করে নগর কোমায় এসে শেষ হয়। রসুলপুর উলাড়া এখনও সন্ত্রাস কবলিত এলাকা, সন্ত্রাস ভয়, নৈরাজ্যকে উপেক্ষা করে লাল ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে সর্বস্তরের মানুষ পদযাত্রায় শামিল হয়ে মিছিলে হেঁটেছেন। পদযাত্রা শুরুর আগে মেমারি জোনাল কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার বলেন, বছর ঘুরে যাচ্ছে তবু খেতমজুররা কাজের বকেয়া টাকা পাচ্ছে না। মানুষের ন্যুনতম অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। চা বাগানের মজুর না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করছে না। এই জাঠার নামকরণ জগদীশ সরকার ও লক্ষ্মীরাম মুর্মু স্মরণে মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন ভবানী ব্যানার্জী, সুব্রত চ্যাটার্জী, শিবাজী রায়, অম্বর কোলে প্রমুখ। এদিন এই জাঠার শুরু থেকে ছিলেন অভিজিৎ কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, মীলন ধর সহ বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

রসুলপুরে ব্যাঙ্ক ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রসুলপুর, ৮ নভেম্বর : ৭ নভেম্বর দুপুরে ১২টা নাগাদ চার জন দুষ্কৃতী রসুলপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটি শাখায় হানা দেয়। ম্যানেজার এবং একজন মহিলা কর্মীকে পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করে ভল্ট খুলিয়ে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। জনা কুড়ি গ্রাহকও এই সময় ব্যাঙ্কের ভিতর ছিলেন। তাদের কাছ থেকেও টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয় ডাকাতরা। এর অঙ্কটা প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। মোট ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে ২ টি মোটরবাইকে পালায় ডাকাতরা। কোনো এলার্ম বাজানার সুযোগ পাননি ব্যাঙ্কের কেউ। বড় রাস্তার উপর দিনে-দুপুরে এ ঘটনায় স্তম্ভিত এলাকাবাসীরা। যাবার আগে সবাইকে ঘরে সাটার বন্ধ করে রেখে যায়।

প্রতিদিন কর্মসূচির মধ্যে সক্রিয় ...

—প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানের শুরুতে সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, সাড়ে চার বছর আমরা প্রবল আক্রমণের সামনে আছি। আক্রমণকে মোকাবিলা করতে হবে। কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন বারে বারে : ময়দান ছেড়ে যায়নি কেউ। সংগ্রামের ব্যাপ্তি বেড়েছে পরিসরে এবং উচ্চতায়। লাল ঝাণ্ডার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। আক্রমণের মোকাবিলার উদাহরণ নবান্ন অভিযানের সফল কর্মসূচি। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পরদিন ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটেও। আরও নতুন মানুষ লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রীর রক্তচক্ষুকে নস্যাৎ করে দিয়ে। অনেক পরিবর্তন হচ্ছে, দ্রুত পরিবর্তনের পথে আমরা আছি। আরও বড় লড়াইয়ের জন্য রাস্তা প্রশস্ত হচ্ছে। এই জাঠা কর্মসূচিকে সামনে রেখে এলাকার মানুষকে তাই সামিল করার আহ্বান জানান তিনি। সভায় সভাপতিত্ব করেন তাপস সরকার। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আইনুল হক, তাপস চ্যাটার্জী, নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক সুধীর রায় ও সুনীল সাঁই প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ১৪৯৩ সালের ৩ নভেম্বর, উত্তর আমেরিকা, ৩-১১-১৯৭৮, রোসো; ২। ১৩ বছর পর ২০১৪ সালের ৩ নভেম্বর, ৩। ২০১৫ সালের ৩ নভেম্বর; ৪। ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর, হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য, শিরচ্ছেদ ঘটে; ৫। উত্তর আমেরিকা, ৫-১১-১৮৩৮, জেণ্ডসিগালপা, অরচিড; ৬। ১৯২০ সালের ৫ নভেম্বর; ৭। ১৭৮৭ সালের ৬ নভেম্বর, বর্ধমানের মহারাজ; ৮। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো, ৬-১১-১৯৪৩, শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ; ৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়; ১০। ভি আই লেনিনের নেতৃত্বে বলসেভিক পার্টি, ৭-১১-১৯১৭ সাল; ১১। জার্মান বিজ্ঞানী উইনজেম কনরাড রন্টজেন, ১৮৯৫ সালের ৮ নভেম্বর; ১২। ১৯০১ সালে, পদার্থ বিদ্যায়।

কালনায় গ্রামে গ্রামে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ নভেম্বর : আজ ছোট বহর কুলি গ্রামে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে প্রাক্তন যুব নেতা ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী বলেন, রাজ্য ও দেশকে বাঁচাতে সামাজিক কর্তব্য পালনের পাশাপাশি অশুভ দুই শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যুব সমাজকেই। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন কালনা পূর্ব-২ লোকাল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৪৪ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেন।

২ নভেম্বর যুব সংগঠনের কালনা-১ দক্ষিণ কমিটির উদ্যোগে রক্তদান করেন ৫০ জন। রামেশ্বরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঐ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী। পরে একটি পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কালনায় মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ নভেম্বর : সি আই টি ইউ অনুমোদিত বর্ধমান জেলা বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ডাকে আজ কালনা শহরে সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাধারানি দাসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা অরুণাভ চক্রবর্তী, তাপস দাস, কেশব ঘোষ প্রমুখ। শতাধিক বিড়ি শ্রমিকের উপস্থিতিতে বক্তারা বলেন বর্তমান সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য লাগামহীন ভাবে বাড়ছে। অথচ বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি একটা কানাকড়িও বারছে না। বরং পাতা তামাকের ঘাটতি কেটে নেওয়ার মতো কিছু সমস্যাতে মজুরি আরও কমে যাচ্ছে। ফলে বিড়ি শ্রমিকরা অন্য পেশায় যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই সংকট কাটাতে হলে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করে ১৫০ টাকা করতে হবে। পাশাপাশি মজুরি কমে যাওয়ার যে সমস্যাগুলি আছে তা মালিক পক্ষকেই দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

এদিনকার এই সভা থেকে বিড়ি শ্রমিকরদের দাবি-দাওয়া মেটানোর লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

- আমি বর্ণালী রায় চৌধুরী, স্বামী - প্রসেনজিৎ রায় চৌধুরী, ২৪নং পাণ্ডা পুকুর লেন, থানা ও জেলা - বর্ধমান। আমার প্রকৃত নাম বর্ণালী রায় চৌধুরী, যা আমার ভোটারকার্ডে নথিভুক্ত আছে। রেশনকার্ডে আমারনাম ভুলবশত ঝুমা রায় চৌধুরী নথিভুক্ত হয়েছে। বর্ণালী রায় চৌধুরী নথিভুক্ত হয়েছে। বর্ণালী রায় চৌধুরী এবং ঝুমা রায় চৌধুরী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি সেখ আসলাম, পিতা - ইসরাফিল, হরের ডাঙা, শীলপুকুর, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১২ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এইফডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম Sk Faijan Aslam যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত Faijan Aslam নথিভুক্ত হয়েছে। Sk Faijan Aslam এবং Faijan Aslam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

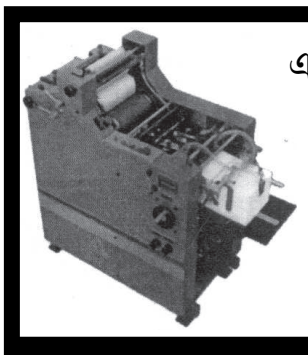

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

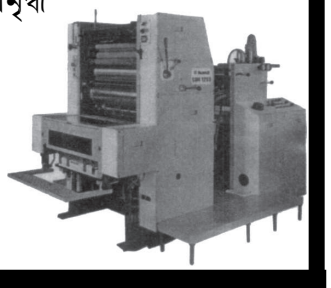

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা